

নথি নং ২(২৬) কর-৩/৯৩

তারিখঃ ২১/৭/৯৩ ইং

পরিপত্র নং-১ (আয়কর)

১৯৯৩-৯৪

বিষয়ঃ অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, সম্পদ কর আইন ও বিদেশ ভ্রমণ কর আইনে আনীত বিভিন্ন সংশোধন ও পরিবর্তন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা।

(ক) **আয়করঃ**

অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে কতিপয় সংশোধনী আনয়ন করা হইয়াছে। উক্ত সংশোধনীসমূহের প্রেক্ষিতে এবং ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেট কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত আয়কর সম্পর্কিত কতিপয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তে প্রাসঙ্গিক সংশোধন/সংযোজন করা হইয়াছে। আয়কর অধ্যাদেশ, আয়কর বিধিমালায় আনীত সংশোধনীসমূহের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হইলঃ

১। স্ব-দখলীয় (self-occupied) গৃহ সম্পত্তি হইতে আয় নিরূপনের বিধান বাতিলকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২ এর ক্লজ (৩) এর সাব-ক্লজ (বি) এবং ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (৩) বিলুপ্তকরণঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে গৃহ সম্পত্তির মালিকদের স্ব-দখলীয় বাড়ীর বার্ষিক মূল্য নিরূপন করতঃ তাহার উপর করারোপনের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে এই বিধান বিলোপ করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে কোন করদাতার স্ব-দখলীয় গৃহ সম্পত্তি হইতে আর আয় (national income) নিরূপন করা হইবে না।

২। স্বীকৃত গ্যাচুইটি ফান্ড (approved gratuite fund) সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তন - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২ এর নূতন ক্লজ (৫এ) এবং প্রথম তপশীলে অংশ "সি" সংযোজনঃ

আয়কর আইনে স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং অনুমোদিত সুপার এ্যানুয়েশন ফান্ড সংক্রান্ত বিধান রহিয়াছে। কিন্তু গ্যাচুইটি ফান্ডের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন বিধান ছিল না। নিয়োগকর্তাগণ যাহাতে সাধারণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদিগের কল্যাণার্থে গ্যাচুইটি ফান্ড প্রতিষ্ঠায় অধিকতর আগ্রহী হন, সেই লক্ষ্যে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নিম্নলিখিত পরিবর্তন আনা হইয়াছে।

(ক) ধারা ২এ ক্লজ (৫এ) সংযোজন করিয়া অনুমোদিত গ্যাচুইটি ফান্ডের সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে;

(খ) প্রথম তপশীলে, "পার্ট সি" সংযোজন করা হইয়াছে। এই অংশে অনুমোদিত গ্যাচুইটি ফান্ড সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধানাবলী প্রবর্তন করা হইয়াছে;

(গ) যষ্ঠ তপশীলে, "পার্ট এ" এর অনুচ্ছেদ ৬ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে প্রভিডেন্ড ফান্ড এবং অনুমোদিত সুপার এ্যানুয়েশন ফান্ড এর ন্যায় অনুমোদিত গ্রাচুইটি ফান্ড এর আয়কে আয়কর অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে।

৩। Director of Inspection (Taxes) এর পদবী পরিবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২(২৫), ধারা ৩(২), ধারা ৪(২), ধারা ৫(১), ধারা ৬(১)(এএ), ধারা ১১৬, ধারা ১১৭(১) এবং ধারা ১১৮(২) এর সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে Director of Inspection (Taxes) এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্মকর্তাদিগের পদবী পরিবর্তন করিয়া Director-General of Inspection (Taxes), Additional Director-General of Inspection (Taxes), Deputy Director-General of Inspection (Taxes) এবং Assistant Director-General of Inspection (Taxes) করা হইয়াছে। এই জন্য উপরে বর্ণিত ধারাসমূহে যথাযথ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হইয়াছে।

৪। অব্যখ্যাত বিনিয়োগ ইত্যাদিকে আয় হিসাবে গণনার বিধানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৯ এ নূতন উপ-ধারা ২১, ২২ এবং ২৩ সংযোজনঃ

কর ফাঁকির প্রবণতা রোধ এবং কর পরিপালনে শৃংখলা বিধানকল্পে ধারা ১৯ এ নিম্নরূপ তিনটি নূতন উপ-ধারা সংযোজন করা হইয়াছেঃ

(ক) উপ-ধারা (২১)ঃ এই উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী যদি কোন করদাতা কোন আয় বৎসরে ৫০ হাজার টাকার উর্ধ্বে ঋণ গ্রহণ করেন, এবং ঐ ঋণ যদি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত অথবা অন্য কাহারো নিকট হইতে ড্রসড্ চেকের মাধ্যমে প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, এবং যে বৎসরে উক্ত ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যেও উহা পরিশোধিত না হয়, তাহা হইলে উক্ত দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পরবর্তী আয় বৎসরে ঐ ঋণের অপরিশোধিত অংককে করদাতার "অন্যান্য সূত্রের আয়" হিসাবে গণ্য করা হইবে।

তবে আলোচ্য উপধারায় প্রোভাইসোর মাধ্যমে এইরূপ বিধানও রাখা হইয়াছে যে, যদি পরবর্তী কোন আয় বৎসরে উক্ত ঋণ পরিশোধ করা হয় তাহা হইলে ঐ আয় বৎসরের আয় গণনার সময় পরিশোধিত ঋণের অংককে বাদ দেওয়া হইবে।

(খ) উপ-ধারা (২২)ঃ এই উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী যদি কোন গৃহ সম্পত্তির মালিক ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে এমন কোন অর্থ প্রাপ্ত হন যাহা বাড়ী ভাড়ার সহিত সমন্বিত হইবে না, তাহা হইলে উক্ত অর্থকে প্রাপ্তির বৎসরে বাড়ীর মালিকের "গৃহ সম্পত্তির আয়" হিসাবে গণ্য করা হইবে।

তবে, আলোচ্য উপ-ধারার প্রোভাইসোর মাধ্যমে এইরূপ বিধান রাখা হইয়াছে যে, করদাতা (বাড়ীর মালিক) ইচ্ছা করিলে তাহার আয় গণনার নিমিত্ত উক্ত অর্থকে প্রাপ্তির বৎসরে এবং পরবর্তী চার বৎসরের মধ্যে সমভাবে বন্টন করিবে পারিবেন।

তাহা ছাড়া, এইরূপ বিধানও রাখা হইয়াছে যে, আলোচ্য অর্থ বা ইহার অংশ যদি পরবর্তী কোন আয় বৎসরে প্রত্যর্পন হয় তাহা হইলে ঐ প্রত্যর্পিত অংককে করদাতার সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের আয় গণনার সময় বাদ দেওয়া হইবে।

(গ) উপ-ধারা (২২): এই উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী যদি কোন পোশাক রপ্তানীকারক সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত কোটা (সম্পূর্ণ বা আংশিক) অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করেন, তাহা হইলে উক্ত হস্তান্তরকৃত কোটার আওতায় রপ্তানীকৃত পোশাকের রপ্তানীমূল্যের একটি নির্দিষ্ট অংশকে উক্ত কোটা হস্তান্তরকারীর আয় হিসেবে গণ্য করা হইবে। এই উপ-ধারার আওতায় আয় গণনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ হইতে জারী করা হইবে।

মন্দ ও কু-ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ ৪.৫% প্রভিশন সংরক্ষণের বিদ্যমান সুযোগ ১৯৯৫-৯৬ কর বৎসর পর্যন্ত সম্প্রসারণ এবং কতিপয় শর্ত আরোপ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর ক্লজ (xiv) ও (xviiiiaa) তে নূতন প্রোভাইসো সংযোজন:

অর্থ আইন, ১৯৯০ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ সকল বানিজ্যিক ব্যাংকে শ্রেণীবিন্যাসকৃত মন্দ ও কু-ঋণের সর্বোচ্চ ৪.৫% অথবা প্রকৃত প্রভিশনিংয়ের অংক, এই দুইটির মধ্যে যেইটি কম সেইটি, বাদযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য করার সুযোগ প্রদান করা হইয়াছিল। এই সুযোগ ১৯৯২-৯৩ কর বৎসর পর্যন্ত বলবৎ ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯(১) (xviiiiaa) এর দ্বিতীয় প্রোভাইসোটি প্রতিস্থাপন করিয়া এই সুযোগ ১৯৯৫-৯৬ কর বৎসর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। তবে, এই সুবিধার অপব্যবহার রোধ কল্পে আলোচ্য ধারায় নিম্নরূপ কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হইয়াছে:

(ক) ক্লজ (xiv) তে নতুন প্রোভাইসো সংযোজনের মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, যে সকল ব্যাংক উল্লেখিত প্রভিশনিং এর সুবিধা গ্রহণ করিবে, তাহাদের ব্যবসার আয় গণনার সময় কর্তকর্তা/কর্মচারদিগকে প্রদত্ত উৎসব বোনাস ব্যতীত অন্য কোন বোনাসের অংক অনুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

(খ) ক্লজ (xviiiiaa) তে একটি নূতন প্রোভাইসো সংযোজনের মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে বর্ণিত অংককে বাদ দিয়া আলোচ্য ক্লজ এর আওতায় বিয়োজনযোগ্য প্রভিশনিং এর অংক নির্ধারণ করা হইবে;

(১) সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে ১৫ বৎসর মেয়াদী স্পেশাল ট্রেজারী বন্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত অনুদান;

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক কোন সরকারী সংস্থা, বডি করপোরেট, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ঋণ এবং সেই সকল ঋণ যাহার বিপরীতে সরকার জামানতদার থাকেন;

(৩) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কোন পরিচালক, তাঁহার নমিনী অথবা পোষ্যগণের নামে প্রদত্ত ঋণ।

৬। উৎসে কর কর্তনে ব্যর্থ হইলে পরিশোধের অংককে বাদযোগ্য খরচ হিসাবে বিবেচিত না করার বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০ এ নতুন ক্লজ (aa) সংযোজনঃ

বিদ্যমান আইনে কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের বিধান রহিয়াছে। এই বিধান অনুযায়ী পরিশোধকারী কর্তৃক অর্থ পরিশোধকালে নির্দিষ্ট হারে কর কর্তন বাধ্যতামূলক। কিন্তু, লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বিধান অনুযায়ী কর কর্তন করেন না। উক্ত প্রবনতা রোধ কল্পে অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, যদি উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে আয়কর আইন এবং মূল্য সংযোজন কর আইনের বিধান মোতাবেক উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা না হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিশোধের অংককে করদাতার আয় গণনার সময় বাদযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য করা হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে ধারা ৫৩ই/রুল ১৭জি এর বিধান বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে।

৭। মূলধনী মুনাফা নিরূপনের জন্য উত্তরাধিকারের মাধ্যম অর্জিত সম্পত্তির অর্জন মূল্য নির্নয় সংক্রান্ত বিধান সংশোধন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (২) এর ক্লজ (ii) এর সাব-ক্লজ (সি) বিলুপ্তকরণ এবং একটি নূতন প্রোভাইসো সংযোজনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে করদাতা কর্তৃক succession, inheritance বা devolution এর মাধ্যমে অর্জিত মূলধনী সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মূলধনী মুনাফা নিরূপনের জন্য মূল মালিকের অর্জনকালীন মূল্যকেই করদাতার অর্জন মূল্য হিসাবে বিবেচনা করা হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারায় যথাযথ সংশোধন আনয়ন করিয়া এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, করদাতা (হস্তান্তরকারী) যে সময়ে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সময়ে উক্ত সম্পত্তির বিদ্যমান ন্যায্য বাজারমূল্যকেই করদাতার অর্জন মূল্য হিসাবে বিবেচনা করা হইবে।

৮। ভূমি বা দালান হস্তান্তরের ফলে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফার উপর কর রেয়াত গ্রহণের জন্য বিনিয়োগের পরিধি বিস্তৃতকরণ এবং বিনিয়োগের সময়সীমা বর্ধিতকরণ সম্পর্কিত বিধান বিলুপ্তকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৮) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ভূমি বা দান হস্তান্তরের ফলে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফা উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরের তারিখ হইতে পরবর্তী ২ বৎসরের মধ্যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধনী সম্পত্তি ক্রয়ে অথবা বসবাসের জন্য নূতন গৃহ নির্মাণ বা এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ে বিনিয়োগ করিলে উক্ত মূলধনী আয়ের উপর কর রেয়াত পাওয়া যাইত। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে এই বিধান করা হইয়াছে যে, ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর নূতন শেয়ার অথবা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ক্রয়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও উপরে বর্ণিত কর রেয়াতের সুবিধা পাওয়া যাইবে।

ইহা ছাড়া, নির্ধারিত ২ বৎসর সময়ের মধ্যে করদাতা কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধনী সম্পত্তি অর্জনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার সন্তোষজনক কারণ সাপেক্ষে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে উপ-কর কমিশনার কর্তৃক সময়সীমা বর্ধিতকরণ সম্পর্কিত প্রোভাইসোটিও বিলুপ্ত করা হইয়াছে।

- ৯। অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগের পরিধি সম্প্রসারণকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তপশীলের পার্ট 'বি'তে নূতন অনুচ্ছেদ ২১ সংযোজন এবং ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (২) এর ক্লজ (বি) এবং উপ-ধারা (৩) সংশোধনঃ

আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক কর্তৃক বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত উন্নয়নমূলক আর্থ-সামাজিক বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রদত্ত দানকে করদাতার অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করিবার লক্ষ্যে অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ৬ষ্ঠ তপশীলের পার্ট "বি" তে নূতন অনুচ্ছেদ ২১ সংযোজন করা হইয়াছে। ইহার সহিত সংগতি রাখিয়া আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (২) এবং (৩) এ আনুযায়িক সংশোধন আনয়ন করা হইয়াছে।

- ১০। কর অবকাশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের করমুক্ত আয় বিনিয়োগ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট হারের পরিবর্তন আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪৫ এবং ৪৬ এর উপ-ধারা (২) এর ক্লজ (সি) এবং (সিসি) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কর অবকাশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাহাদের করমুক্ত আয়ের ১৫ শতাংশ বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী বন্ড বা সিকিউরিটি ক্রয়ে বিনিয়োগ করিতে হইত। ইহা ছাড়াও করমুক্ত আয়ের ন্যূনতম ২০ শতাংশ একই শিল্পে, নূতন কোন শিল্প উদ্যোগে অথবা অন্য কোন উৎপাদনশীল পরিসম্পদে বিনিয়োগেরও বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে বিনিয়োগের এই হার যথাক্রমে ১৫ শতাংশ হইতে হ্রাস করিয়া ১০ শতাংশে এবং ২০ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হইয়াছে।

- ১১। ট্রাভেল এজেন্সী কমিশনের উপর উৎসে কর কর্তনের বিধান বিলুপ্তকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এর ক্লজ (এল) বিলুপ্তকরণ এবং ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (১) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আয়কর আইনে ট্রাভেল এজেন্সীসমূহ কর্তৃক প্রাপ্ত কমিশনের উপর উৎসে কর কর্তনের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৪৯ এবং ৫২তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আণয়ন করিয়া উৎসে কর কর্তনের এই বিধান বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহার সহিত সংগতি রাখিয়া আয়কর বিধিমালার বিধি ১৭এফ বিলুপ্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

- ১২। জনশক্তি রপ্তাণীর ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জের উপর উৎসে কর কর্তনের হার সংক্রান্ত বিধান পরিবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ বি এর সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশ এর ধারা ৫৩বি তে এইরূপ বিধান ছিল যে, জনশক্তি রপ্তাণীকারকদের ক্ষেত্রে জনশক্তি রপ্তাণী বাবদ প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জের উপর উৎসে কর

কর্তনের হার ৭.৫ শতাংশ এর অধিক হইবে না। আয়কর আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে উপরোক্ত ধারা ৫৩বি এর সেই অংশটুকু বিলুপ্ত করা হইয়াছে যাহাতে কর কর্তনের সর্বোচ্চ হার উল্লেখিত ছিল। অতঃপর আলোচ্য ক্ষেত্রে কর কর্তনের নির্দিষ্ট হার শুধুমাত্র বিধিতেই উল্লেখিত থাকিবে।

আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৭ সি.তে জনশক্তি রণ্ডাণী হইতে লক্ষ সার্ভিস চার্জের উপর ৬.২৫ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান ছিল। বিধি ১৭সি.তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের মাধ্যমে এই হার ১০ শতাংশে বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৩। ব্যাংকের নিকট সম্পত্তি বন্ধকের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রত্যাহার - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩এইচ এর উপ-ধারা (২) এর ক্লজ (সি) সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে ব্যাংকের নিকট ১ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি বন্ধক প্রদানের নিমিত্ত দলিল সম্পাদনের সময় রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎসে দলিল মূল্যের ৬ শতাংশ হারে কর কর্তনের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে বর্ণিত ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ফলে ব্যাংকের নিকট যে কোন মূল্যের সম্পত্তি বন্ধকের জন্য দলিল সম্পাদনের সময় উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না।

১৪। কোম্পানী ব্যতীত সকল শ্রেণীর নিবাসী করদাতার জন্য ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রাপ্ত ডিভিডেন্ড আয়কে অগ্রিম কর কর্তনের আওতা বর্হিভূতকরণ - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৪ এ নতুন প্রোভাইসো সংযোজনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে যে কোন অংকের ডিভিডেন্ডের উপর নির্ধারিত হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, কোম্পানী ব্যতীত সকল শ্রেণীর নিবাসী ডিভিডেন্ড প্রাপকের ক্ষেত্রে কোন আয় বৎসরে প্রাপ্ত ডিভিডেন্ডের মোট পরিমাণ যদি ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অতিক্রম না করে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

১৫। কর অবকাশপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর অবকাশকালীন সময়ে উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত কর অবকাশ মেয়াদ শেষে ক্রেডিট প্রদান সম্পর্কিত বিধান প্রত্যাহার - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৬২ এর তৃতীয় প্রোভাইসো বিলুপ্তকরণঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে কর অবকাশপ্রাপ্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর অবকাশকালীন সময়ে উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত কর উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর অবকাশের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরবর্তী বৎসরে ক্রেডিট প্রদানের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া এই বিধানটি প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ফলতঃ কর অবকাশপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত কর, কর্তন/সংগ্রহ এর অব্যবহিত পরবর্তী বৎসরেই ক্রেডিট প্রদানের জন্য বিবেচিত হইবে।

১৬। অগ্রিম কর প্রদানের জন্য সকল শ্রেণীর করদাতার মোট আয়ের সর্বনিম্ন সীমা পুনঃনির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৬৪ এর উপ-ধারা (১) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে অগ্রিম কর প্রদানের জন্য করদাতাদের মোট আয়ের সর্বনিম্ন সীমা নিম্নরূপ ছিলঃ

(ক) বাংলাদেশে নিবাসী কোম্পানীর ক্ষেত্রে ২০ হাজার টাকা;

(খ) অনিবাসী করদাতাদের ক্ষেত্রে ৫ হাজার টাকা;

(গ) অন্যান্য সকল করদাতার ক্ষেত্রে ৬০ হাজার টাকা

অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া সকল শ্রেণীর করদাতার জন্যই এই আর্থিক সীমা ১ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হইয়াছে। অতঃপর কোন অর্থ বৎসরে যদি কোন করদাতার সর্বশেষ নিরূপিত মোট আয় ১ লক্ষ টাকা অতিক্রম করে, কেবলমাত্র তাহা হইলেই উক্ত করদাতার জন্য অগ্রিম কর প্রদানের বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১৭। নূতন করদাতাদের ক্ষেত্রে অগ্রিম কর প্রদানে মোট আয়ের সর্বনিম্ন সীমা পুনঃনির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৬৮ এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে নূতন করদাতাগণের ক্ষেত্রে অগ্রিম কর প্রদানে মোট আয়ের সর্বনিম্ন আর্থিক সীমা ৫০ হাজার টাকায় নির্ধারিত ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া এই আর্থিক সীমা ১ লক্ষ টাকায় পুনঃ নির্ধারণ করা হইয়াছে।

১৮। কর নির্ধারণী মামলা নিষ্পন্ন এবং আপীল আদেশ কার্যকরকরণের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদেশ করদাতার উপর জারী করিবার বিধান প্রবর্তন - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৮৩ এর উপ-ধারা (২) এবং ধারা ৯৪ এর উপ-ধারা (৩) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে ৮৩(২) ধারায় নিষ্পন্নকৃত কর নির্ধারণী আদেশ অথবা ৯৪(৩) ধারায় উল্লেখিত আপীল রায়ের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত সংশোধিত কর নির্ধারণী আদেশ করদাতার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ধারা দুইটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আণয়নপূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, উপরে বর্ণিত কর নির্ধারণী আদেশ অথবা সংশোধিত কর নির্ধারণী আদেশ প্রদান করিবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা করদাতার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৯। স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে প্রদেয় ন্যূনতম করের বিষয়টি আইনের অন্তর্ভুক্তকরণ - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৮৩এ তে নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতি সংক্রান্ত আইনে ন্যূনতম কর প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত না থাকায় কিছু আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই জটিলতা নিরসনকল্পে অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারায় স্ব-

নির্ধারণী পদ্ধতিতে ন্যূনতম কর প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। নূতন প্রবর্তিত বিধানে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ রাখা হইয়াছে যে, স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে সুযোগ গ্রহণ করিতে হইল ন্যূনতম ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচ শত) টাকা কর প্রদান (এবং সেই অনুপাতে মোট আয় প্রদর্শন) করিতে হইবে।

২০। প্রিজাম্পটিভ পদ্ধতিতে করারোপনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৮৪এ প্রতিস্থাপনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কেবলমাত্র সেই সকল করদাতার ক্ষেত্রে প্রিজাম্পটিভ পদ্ধতি প্রযোজ্য হইত, যাহাদের মোট আয়ে ব্যবসা বা পেশার আয় ছাড়া অন্য কোন উৎসের আয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্রিজাম্পটিভ পদ্ধতির প্রয়োগকে অধিকতর সম্প্রসারিত করিবার লক্ষ্যে অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৮৪এ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, যদি কোন করদাতার মোট আয়ের ন্যূনতম ৬০ শতাংশ ব্যবসা বা পেশা হইতে অর্জিত হয়, তাহা হইলেই প্রিজাম্পটিভ পদ্ধতিতে নির্ধারণের বিধান প্রযোজ্য হইবে।

২১। ফার্মের নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধান সংশোধন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১১১ এর উপ-ধারা (৬) প্রতিস্থাপন ও উপ-ধারা (৭) বিলুপ্তকরণঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনের বিধান অনুযায়ী কোন নিবন্ধিত ফার্মের গঠনতন্ত্র অথবা অংশীদারদের অংশে যে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটিলে উক্ত ফার্মকে নূতনভাবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, গঠনতন্ত্র অথবা অংশীদারদের শেয়ারের হারে কোন পরিবর্তন হইলে সংশ্লিষ্ট ফার্মকে নূতনভাবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে হইবে না, শুধুমাত্র পরিবর্তন সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফর্মে কর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে। এতদসংক্রান্ত ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য বোর্ড হইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

২২। আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে কর কমিশনারের নিকট "রিভিশন" মামলা দায়েরের বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১২১ এ নূতন "ব্যাখ্যা" সংযোজনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনারের আদেশের ব্যাপারে (আঞ্চলিক) কর কমিশনার কর্তৃক "রিভিশন" এর বিধান ছিল না। এই অবস্থার নিরসনকল্পে অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১২১ এ একটি ব্যাখ্যা সংযোজন করা হইয়াছে। ইহাতে এইরূপ বিধান রাখা হইয়াছে যে, আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনারের আদেশ ১২১ ধারায় রিভিশন করিবেন (আঞ্চলিক) কর কমিশনার। এই রিভিশন কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার সেই (আঞ্চলিক) কর কমিশনারের অধীন বলিয়া বিবেচিত হইবেন, বিবেচ্য কর মামলায় মূল কর নির্ধারণী আদেশ প্রদানকারী উপ-কর কমিশনার যাহার অধীন।

- ২৩। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিটার্ণ, সার্টিফিকেট বা বিবরণী দাখিলে ব্যর্থ হওয়ার জন্য আরোপনযোগ্য জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১২৪ এর সংশোধনঃ
 ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে নির্দিষ্ট সময়ের মাধ্যম কোন করদাতা রিটার্ণ, সার্টিফিকেট বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে আয়কর অধ্যাদেশের ১২৪ ধারায় সর্বোচ্চ ১ (এক) হাজার টাকা এবং তাহার পরও রিটার্ণ ইত্যাদি দাখিলে ব্যর্থ হইলে প্রতিদিনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা করিয়া জরিমানা আরোপের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারায় সংশোধন আনয়ন করিয়া জরিমানার এই হার ১,০০০/- টাকা হইতে ২,০০০/- টাকায় এবং ৫০/- টাকা হইতে ১০০/- টাকায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে।
- ২৪। চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্টদের ক্ষেত্রে অসত্য সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য আর্থিক জরিমানা আরোপের বিধান প্রত্যাহার এবং অসত্য তথ্য প্রদান সংক্রান্ত অন্যান্য জরিমানা আরোপের বিধান বহালকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১২৮ এর উপ-ধারা (৩) বিলুপ্তকরণ এবং ধারা ১৬৫ এর সংশোধনঃ
 কোন চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশের ৮২ ধারার প্রোভাইসো এর আওতায় প্রদত্ত সার্টিফিকেটে অসত্য তথ্য পরিবেশন করিলে ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্টের উপর আর্থিক জরিমানা আরোপের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারায় সংশোধন আনয়ন করিয়া উল্লেখিত আর্থিক জরিমানার বিধান প্রত্যাহার করা হইয়াছে। অপর পক্ষে, আয়কর অধ্যাদেশের ১৬৫ ধারায় অসত্য তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান রহিয়াছে তাহা বর্ণিত ক্ষেত্রে চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্টদের জন্য প্রযোজ্য করা হইয়াছে।
- ২৫। বকেয়া কর আদায় কার্যক্রম অধিকতর ত্বরান্বিত ও কার্যকরী করিবার লক্ষ্যে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নূতন ধারা ১৪২এ সংযোজনঃ
 বর্তমানে বকেয়া কর আদায়ের যে বিধানসমূহ বলবৎ রহিয়াছে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই সময় সাপেক্ষ এবং জটিল। ফলে, বকেয়া কর আদায় অনেক ক্ষেত্রেই বিঘ্নিত হইতেছে। এই অবস্থার উন্নতিকল্পে অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নূতন ধারা ১৪২এ সংযোজন করা হইয়াছে। এই ধারায় এইরূপ বিধান রাখা হইয়াছে যে, বকেয়া কর আদায়ের জন্য সরকার স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পারিবেন যিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের পদমর্যাদা সম্পন্ন হইবেন। ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে একজন ডিষ্ট্রিক্ট কালেক্টর যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন বকেয়া কর আদায়ের জন্য নিয়োগকৃত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটও অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত সার্টিফিকেটে বকেয়া করের যে পরিমাণ উল্লেখিত থাকিবে, তাহার ভিত্তিতেই উপরোক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট বকেয়া কর আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

- ২৬। পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনার কর্তৃক ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতার কর মামলা নিষ্পন্নের ক্ষেত্রে কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল দায়েরের বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৩ এর উপ-ধারা (১এ) এর সংশোধনঃ
 পরিদর্শী অতিরিক্ত/যুগ্ম কর কমিশনারগণ আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১০ অথবা ১২০ এর আওতায় ব্যক্তি শ্রেনীভুক্ত করদাতার কর মামলা নিষ্পন্ন করিলে উক্ত কর নির্ধারণী আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট করদাতাগণ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করিবেন সেই সম্পর্কে ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে কোন স্পষ্ট বিধান ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১৫৩ ধারার (১এ) উপ-ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, ধারা ১০ অথবা ১২০ এর আওতায় প্রদত্ত পরিদর্শী অতিরিক্ত/যুগ্ম কর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতাগণ কর কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।
- ২৭। রিভিশন/আপীল দরখাস্তের সহিত প্রদেয় ফি -এর হার বৃদ্ধিকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১২১ এর উপ-ধারা ৪ এর ক্লজ (এ), ধারা ১৫৪ এর উপ-ধারা (১) এবং ধারা ১৫৮ এর উপ-ধারা (৫) এর সংশোধনঃ
 ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে কর আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল দায়েরের জন্য নির্ধারিত ফি এর হার ছিল ৩০০/- টাকা; আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার অথবা কর কমিশনার ও কর কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল দায়েরের জন্য নির্ধারিত ফি ছিল ১০০/- টাকা। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া এই হার যথাক্রমে ৩০০/- টাকা হইতে ৫০০/- টাকায় এবং ১০০/- টাকা হইতে ২০০/- টাকায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে।
- ২৮। করদাতার পক্ষে তাঁহার ব্যাংকের কোন কর্মকর্তার প্রতিনিধিত্ব করিবার ক্ষমতা প্রত্যাহার -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৭৪ এর উপ-ধারা (২) এর ক্লজ (সি) বিলুপ্তকরণঃ
 পূর্বে এইরূপ বিধান ছিল যে, করদাতা যদি কোন তপশীলী ব্যাংকের আমানতকারী হন, তাহা হইলে ঐ ব্যাংকের কোন কর্মকর্তাও তাঁহার কর মামলায় প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিতেন। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া এই বিধান বিলুপ্ত করা হইয়াছে।
- ২৯। অসদাচরণের জন্য অযোগ্য ঘোষিত আয়কর পেশাজীবী কর্তৃক সরকারের নিকট আপীল দায়েরের বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৭৪ এর উপ-ধারা (৩) এর ক্লজ (বি) এর সাব ক্লজ (ii) এ দুইটি নূতন প্রোভাইসো সংযোজনঃ
 বিদ্যমান আইন অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অসদাচরণের জন্য কোন আয়কর পেশাজীবীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারে। কিন্তু ইতোপূর্বে বোর্ডের এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের কোন বিধান ছিল না। সংশ্লিষ্ট আয়কর পেশাজীবী যাহাতে সরকারের নিকট বোর্ডের এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিতে পারেন, সেই লক্ষ্যে অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হইয়াছে।

৩০। কর নির্ধারণী আদেশ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে এবং অন্যান্য নোটিশ সাধারণ ডাকযোগে প্রেরণের বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৭৮ এর উপ-ধারা (১) এর সংশোধন এবং নূতন উপ-ধারা (১এ) সংযোজনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে অথবা Code of Civil Procedure, 1908 অনুযায়ী সমন জারীর জন্য প্রযোজ্য পদ্ধতি অনুযায়ী কর বিভাগের যাবতীয় নোটিশ/আদেশ ইত্যাদি জারীর বিধান ছিল। এই প্রক্রিয়াকে সহজতর এবং অধিকতর কার্যকর করিবার লক্ষ্যে অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া ডাকযোগে নোটিশ ইত্যাদি প্রেরণের ক্ষেত্রে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে,-

(ক) কর নির্ধারণী আদেশ, দাবীর নোটিশ এবং কর গণনার ফরম রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে;

(খ) এতদন্বয়িত অন্যান্য নোটিশ সাধারণ ডাকযোগে under certificate of posting প্রেরণ করিতে হইবে।

সাধারণ ডাকযোগে নোটিশ প্রেরণের ক্ষেত্রে এইরূপ প্রমানই যথেষ্ট হইবে যে, সংশ্লিষ্ট পত্রটিতে প্রাপকের ঠিকানা, নাম সঠিকভাবে লিখিত হইয়াছে ও পত্রটি যথাযথভাবে ডাকে দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে Code of Civil Procedure, 1908 এর বিধান অনুযায়ী নোটিশ, কর নির্ধারণী আদেশ, দাবীর নোটিশ ইত্যাদি জারীর বিধান অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

৩১। সকল করদাতার জন্য জাতীয় সনাক্তকরণ নম্বর (Taxpayer's Identification Number) প্রদানের বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নূতন ধারা ১৮৪বি সংযোজনঃ

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক করদাতাকে সংশ্লিষ্ট কর অফিস হইতে জি.আই.আর নম্বর প্রদান করা হয়। কিন্তু করদাতাদিগের জন্য জাতীয় ভিত্তিক কোন সনাক্তকরণ নম্বর নাই। সার্বিকভাবে কর প্রশাসনকে অধিকতর দক্ষ ও কার্যকরী করিবার লক্ষ্যে অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে একটি নূতন ধারা ১৮৪বি সংযোজন করিয়া করদাতাদিগের জন্য জাতীয় সনাক্তকরণ নম্বর (TIN) প্রাদানের বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হইতে জারী করা হইবে।

৩২। সনাক্তযোগ্য নূতন শিল্প ইউনিট এর ক্ষেত্রেও তুরায়িত অবচয় প্রদানের বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর তৃতীয় তপশীলের অনুচ্ছেদ ৭ এ নূতন ব্যাখ্যা সংযোজনঃ

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর অবকাশের বিকল্প হিসাবে তুরায়িত অবচয় প্রদান করা হইয়া থাকে। কর অবকাশপ্রাপ্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সনাক্তযোগ্য নূতন ইউনিটকেও পৃথকভাবে কর অবকাশের জন্য বিবেচনা করিবার বিধান রহিয়াছে। কিন্তু সনাক্তযোগ্য নূতন ইউনিটকেও তুরায়িত অবচয় প্রদানের কোন বিধান ছিল না। ইহার নিরসনকল্পে অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের তৃতীয়

তপশীলে অনুচ্ছেদ ৭ এ একটি নূতন ব্যাখ্যা সংযোজন করিয়া এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, সনাক্তযোগ্য নূতন ইউনিটও ত্বরায়িত অবচয় প্রদানের জন্য পৃথকভাবে বিবেচিত হইবে।

৩৩। ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না এইরূপ মোটরগাড়ীর অবচয়ভাতা প্রদানের জন্য অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ মূল্য বৃদ্ধিকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর তৃতীয় তপশীলের অনুচ্ছেদ ১১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর প্রোভাইসো এবং উপ-অনুচ্ছেদ (৬)(এ) এর সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের তৃতীয় তপশীলের অনুচ্ছেদ ১১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর প্রোভাইসো এবং উপ-অনুচ্ছেদ (৬)(এ) তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না এইরূপ মোটরগাড়ীর অবচয়ভাতা প্রদানের জন্য অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ মূল্য ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় নির্ধারণ করা হইয়াছে।

৩৪। নবনির্মিত আবাসিক গৃহের কর অব্যাহতির সীমা বৃদ্ধিকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ষষ্ঠ তপশীলের পার্ট 'এ' এর অনুচ্ছেদ ১৪ এর ক্লজ (জি) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে নবনির্মিত আবাসিক গৃহ হইতে বাড়ীভাড়া আয় নিরূপনের জন্য বার্ষিক মূল্যের ২০ (বিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অব্যাহতির বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তপশীলের পার্ট 'এ' এর অনুচ্ছেদ ১৪ তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আণয়ন করিয়া অব্যাহতির এই সীমা ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকায় উন্নীত করা হইয়াছে।

৩৫। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত স্কীমের আওতায় স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থকে আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ষষ্ঠ তপশীলের পার্ট 'এ' তে নূতন অনুচ্ছেদ ২৬ এর সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তপশীলের পার্ট 'এ' তে নূতন অনুচ্ছেদ ২৬ সংযোজন করিয়া এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, সরকার অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারী সংস্থা, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং ইহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানী বা এন্টারপ্রাইজসমূহের স্বেচ্ছা অবসরগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইলে সেই ক্ষতিপূরণের অর্থকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না।

৩৬। অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ হিসাবে স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানীর নূতন শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের বিধান প্রত্যাহার -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ষষ্ঠ তপশীলের পার্ট 'বি' এর অনুচ্ছেদ ৮ এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের ক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর নূতন শেয়ার ক্রয়কে অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ

হিসাবে বিবেচনার জন্য বোর্ড কর্তৃক শেয়ার সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে অনুমোদন প্রদানের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তপশীলের পাট 'বি' এর অনুচ্ছেদ ৮ প্রতিস্থাপন করিয়া এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানীর নূতন স্টক বা শেয়ার (যাহা হস্তান্তরের মাধ্যে অর্জিত নহে) ক্রয়ই অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচিত হইবে। এই ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী কর্তৃক বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণের যে বিধান ছিল তাহার আর প্রয়োজন হইবে না।

ইহা ছাড়া, বডি করপোরেটের স্টক বা শেয়ার ক্রয়কেও আলোচ্য অনুচ্ছেদের আওতায় অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করা হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তাবলী বহাল রাখা হইয়াছেঃ

- (ক) উক্ত বডি করপোরেট সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীনে স্থাপিত হইবে;
- (খ) উক্ত বডি করপোরেট যদি সরকারী পৃষ্ঠপোষকায় স্থাপিত কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত ব্যবসাকার্যে থাকিতে হইবে;
- (গ) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত বিধিসমূহ সংশ্লিষ্ট বডি করপোরেট পরিপালন করিবে।

৩৭। যাত্রীবাহী বাসের ক্ষেত্রে রেয়াতী হারে কর ধার্যের বিধান প্রত্যাহারঃ

ইতোপূর্বে যাত্রীবাহী বাস এবং লঞ্চের আয়ের ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ রেয়াতী হারে কর ধার্যের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৫) এ এইরূপ বিধান রাখা হইয়াছে যে, এই রেয়াতী হার কেবলমাত্র যাত্রীবাহী লঞ্চের আয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে। ফলতঃ যাত্রীবাহী বাস হইতে আয় অর্জনকারী যে সকল করদাতা এস.আর.ও নং ৩৬২-আইন/৯০ তারিখ ১৭/১০/৯০ এর আওতায় নির্দিষ্টহারে কর প্রদানের সুযোগ গ্রহণ করিবেন না, তাহাদের ক্ষেত্রে সাধারণ কর হার প্রযোজ্য হইবে, কোন রেয়াত দেওয়া হইবে না।

৩৮। আয়করের নূতন হারঃ

(ক) ব্যক্তিশ্রেনীর কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে ১৯৯৩-৯৪ কর বৎসরের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু যৌথ পরিবার, অনিবাঙ্কিত অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিম্নরূপ চার স্তর বিশিষ্ট আয়কর হার প্রবর্তন করা হইয়াছেঃ

	<u>হার</u>
(১) প্রথম ৫০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	শূন্য
(২) পরবর্তী ৫০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	১৫%
(৩) পরবর্তী ১,৫০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	২০%
(৪) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর -----	২৫%

(খ) অনিবাসী ব্যক্তিশ্রেনীর কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, কোম্পানী নহে বাংলাদেশে অনিবাসী, এইরূপ কোন ব্যক্তি শ্রেনীভুক্ত করদাতার ক্ষেত্রে ২৫% হারে আয়কর আরোপিত হইবে। উল্লেখ্য ইতোপূর্বে এই হার ৩০% এ নির্ধারিত ছিল।

(গ) রেজিষ্টার্ড ফার্মের কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে রেজিষ্টার্ড ফার্মের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ আয়কর হার প্রবর্তন করা হইয়াছেঃ

	হার
(১) প্রথম ৫০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	শূন্য
(২) পরবর্তী ৫০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	১০%
(৩) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	১৫%
(৪) পরবর্তী ১,৫০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	২০%
(৫) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর -----	২৫%

(ঘ) কোম্পানীর কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর হার নিম্নরূপ পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছেঃ

	হার
(১) ক্রমিক নং (৩) এ বর্ণিত কোম্পানীসমূহ ব্যতীত এইরূপ সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে যাহা পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী	৪০ শতাংশ
(২) ক্রমিক নং (৩) এ বর্ণিত কোম্পানীসমূহ ব্যতীত এইরূপ সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে যাহা পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী নহে	৪৫ শতাংশ
(৩) ব্যাংক, বীমা, অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষসহ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২ এর ক্রুজ (২০) এর সাব-ক্রুজ (বি), (বিবি), (বিবিবি) ও (সি) এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে	৫০ শতাংশ

উল্লেখ্য, কোম্পানী করদাতাদের জন্য বাংলাদেশে রেজিষ্ট্রীকৃত কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত ডিভিডেন্ড হইতে অর্জিত (inter-corporate dividend) আয়ের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ কর হার অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

অর্থ আইন, ১৯৯৩ এ সংযোজিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী বলিতে এইরূপ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী বুঝাইবে যাহা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করেঃ

(১) সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের সমাপ্তিতে পরিশোধিত মূলধনের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ ইহার উদ্যোক্তা এবং পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য ব্যতীত অন্যান্যদের মালিকানায থাকিতে হইবে;

- (২) উদ্যোক্তা এবং পরিচালক মন্ডলীর সদস্যগণ বেনামীতে কোন শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেন না; এবং
- (৩) সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের সমাপ্তির পূর্বে কোম্পানীটির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইতে হইবে।

৪০। বর্ধিত উৎপাদনের জন্য রেয়াত প্রদানের বিধান বাতিলকরণঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনের বিধান অনুযায়ী উৎপাদনে নিয়োজিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বর্ধিত উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট হারে কর রেয়াতের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৩ এ এইরূপ রেয়াতের বিধান রাখা হয় নাই।

৪০। ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদির ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের হার পুনঃ নির্ধারণঃ

আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনিয়া আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ তে বর্ধিত ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদির ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার পুনঃ নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পুনঃ নির্ধারিত হার নিম্নরূপঃ

	<u>উৎসে কর কর্তনের হার</u>
(১) পরিশোধের অংক যদি অনধিক ২,০০,০০০/- টাকা হয়	শূন্য
(২) পরিশোধের অংক যদি ২,০০,০০০/- টাকার অধিক এবং অনধিক ১০,০০,০০০/- টাকা হয়	১%
(৩) পরিশোধের অংক যদি ১০,০০,০০০/- টাকার অধিক এবং অনধিক ২৫,০০,০০০/- টাকা হয়	২%
(৪) পরিশোধের অংক যদি ২৫,০০,০০০/- টাকার অধিক হয়..	২.৫%

৪১। কতিপয় সামগ্রীকে রপ্তানীর ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন হইতে অব্যাহতি প্রদানঃ

আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৭জে -তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া কতিপয় সামগ্রীকে রপ্তানীর ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন হইতে অব্যাহতি প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অব্যাহতিপ্রাপ্ত সামগ্রীসমূহ নিম্নরূপঃ

- (ক) জুট হেসিয়ান, স্যাকিং এবং কার্পেট-ব্যাকিং;
- (খ) তাজা ফল ও শাক-সব্জি এবং
- (গ) হাঁস-মুরগী এবং ডিম।

৪২। বেতনভুক্ত কর্মচারীদের জন্য কর অব্যাহতিযোগ্য নগদ বাড়ীভাড়া ভাতার সীমা বৃদ্ধিকরণঃ

ইতোপূর্বে বেতনভুক্ত কর্মচারীদের জন্য কর অব্যাহতিযোগ্য নগদ বাড়ীভাড়া ভাতার সীমা, মূল বেতনের ৫০% অথবা মাসিক ২,৫০০/- টাকা -এই দুইটির মধ্যে যেইটি কম -তাহাতে নির্ধারিত ছিল। আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৩৩ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করিয়া এই সীমা মূল বেতনের ৫০% অথবা মাসিক ৫,০০০/- টাকা -এই দুইটির মধ্যে যেইটি কম -তাহাতে নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৪৩। ব্যবসা বা পেশার আয় নিরূপনে বাদযোগ্য আপ্যায়ন ভাতার সর্বোচ্চ হার

বৃদ্ধিকরণঃ

পূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ব্যবসা বা পেশার আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে আপ্যায়ন ভাতা অনুমোদনের জন্য সর্বোচ্চ হার নিম্নরূপ ছিলঃ

	হার
(ক) ব্যবসা বা পেশা হইতে অর্জিত মুনাফার প্রথম ৫ লক্ষ টাকার উপর -----	৪%
(খ) পরবর্তী ১৫ লক্ষ টাকার উপর -----	২%
(গ) পরবর্তী ৩০ লক্ষ টাকার উপর -----	১%
(ঘ) অবশিষ্ট মুনাফার উপর -----	১/২%

আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৬৫ প্রতিস্থাপন করতঃ এই সর্বোচ্চ হার নিম্নরূপে পুনর্বিনিয়াসের ব্যবস্থা করা হইয়াছেঃ

	হার
(ক) ব্যবসা বা পেশা হইতে অর্জিত মুনাফার প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর -----	৪%
(খ) অবশিষ্ট মুনাফার উপর -----	২%

(খ) সম্পদ করঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে সম্পদ কর আইন, ১৯৬৩ তে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করিয়া সম্পদ করের হার নিম্নরূপে পুনর্বিনিয়াস করা হইয়াছে-

	হার
(১) নীট সম্পদের প্রথম ২৫ লক্ষ টাকার উপর -----	শূন্য
(২) নীট সম্পদের পরবর্তী ৫০ লক্ষ টাকার উপর -----	১/২%
(৩) নীট সম্পদের পরবর্তী ৫০ লক্ষ টাকার উপর -----	৩/৪%
(৪) অবশিষ্ট নীট সম্পদের উপর -----	১%

একটি অনুবিধির মাধ্যমে এইরূপ বিধানও রাখা হইয়াছে যে, কোন করদাতার আয়কর এবং সম্পদ কর একত্রে তাঁহার মোট আয়ের ৩০ শতাংশ অতিক্রম করিবে না।

(গ) বিদেশ ভ্রমণ করঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বিমান পথে বিদেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিদেশ ভ্রমণ করের যে হার চালু ছিল, অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে তাহা নিম্নরূপে পুনর্বিনিয়াস করা হইয়াছে-

	হার
(১) উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ এবং দূর-প্রাচ্যের দেশ সমূহের জন্য ..	১,৭৫০ টাকা
(২) সার্কভূক্ত দেশ সমূহের জন্য ..	৫৫০ টাকা
(৩) অন্যান্য সকল দেশের জন্য ..	১,২৫০ টাকা

এতদ্ব্যতীত, স্থল পথে এবং জলপথে ভ্রমণের জন্য বিদেশ ভ্রমণ করের হার ১৫০ টাকা ও ৫০০ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া যথাক্রমে ২০০ টাকা এবং ৫৫০ টাকায় নির্ধারণ করা হইয়াছে।

পারভেজ ইকবাল
দ্বিতীয় সচিব (কর-৩)
ফোন নং ৪০৬৫৯৩

সচিবের কার্যালয়

(১১-১৩) সচিবালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৩(১) কর-৪/৮৫-৮৬

তারিখঃ ০৩/০৮/৯৩ ইং

পরিপত্র নং-২ (আয়কর)

১৯৯৩-৯৪

বিষয়ঃ ১৯৮৪ সনের আয়কর অধ্যাদেশ অনুসারে উৎসে কর কর্তন ও জমা প্রদানের ক্ষেত্রে আয়কর বিধি-১৮ এর সঠিক ও যথাযথভাবে প্রয়োগ প্রসংগে।

উপরি উক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, ১৯৮৪ সনের আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫ এবং ৫৬ তে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত বিষয়াদি বর্ণিত রহিয়াছে। উক্ত বিধানসমূহের আওতায় উৎসে কর্তনকৃত কর আয়কর বিধি ১৮ অনুসারে সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের বরাবরে জমা প্রদান করিবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দৃষ্টি গোচর হইয়াছে যে, কোন কোন কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ উৎসে কর্তনকৃত আয়কর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর কমিশনার এর বরাবরে জমা প্রদান না করিয়া চেকের মাধ্যমে অন্য আঞ্চলিক কর কমিশনার অফিসে জমা প্রদান করিতেছেন। ইহাতে উৎসে কর্তনকৃত কর আদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর অঞ্চল অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছে এবং উৎসে কর কর্তনের হিসাব সমন্বয় করাও সম্ভব হইতেছে না।

এমতাবস্থায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানাইতেছে যে, আয়কর বিধি-১৮ এর বিধান মানিয়া চলা উৎসে কর কর্তনকারী সকল কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক। সেই হিসাবে ভবিষ্যতে উৎসে কর্তনকৃত কর জমা প্রদানের ক্ষেত্রে উপরে উল্লেখিত অনিয়ম এর পুনরাবৃত্তি হইবে না বলিয়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সকল কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

মোহাম্মদ ইব্রাহিম

প্রথম সচিব (কর-৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা-১০০০।

নং ৩(১) কর-৪/৮৫-৮৬

তারিখঃ ১৮/০৮/৯৩ ইং

পরিপত্র নং-৩ (আয়কর)

১৯৯৩-৯৪

বিষয়ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪৫ ও ৪৬ এর আওতায় কর অবকাশ প্রাপ্ত করদাতার ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন সম্পর্কীয়।

উপরি উক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। সম্প্রতি লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, উৎসে কর কর্তনকারী কোন কোন কর্তৃপক্ষ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৪৫ ও ৪৬ এর আওতায় কর অবকাশ প্রাপ্তির অনুমোদনের উপর ভিত্তি করিয়া উৎসে কর কর্তন করিতেছেন না। উৎসে কর কর্তন ও কর অবকাশ সম্পর্কিত বিধানের অপরিপূর্ণ ধারণার ফলে এইরূপ হইতে পারে বলিয়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মনে করে।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫ এবং ৫৬ এর আওতার উৎসে কর কর্তন এবং বিধি (Rule) ১৮ অনুসারে সুনির্দিষ্ট কর কর্তৃপক্ষের বরাবরে জমা প্রদান করিবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। উপরে উল্লেখিত ধারাসমূহে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী ৪৫ ও ৪৬ ধারায় অনুমোদনপ্রাপ্ত করদাতাকে উৎসে কর কর্তনের আওতার বাহিরে রাখা হয় নাই। তবে অধ্যাদেশের ধারা-৫৩এফ, বিধি-১৬, ১৭এ এবং ১৭জে এর বিধান অনুযায়ী আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ক্ষেত্র বিশেষে উৎসে কর কর্তন হইতে অব্যাহতি প্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। উৎসে কর কর্তন হইতে অব্যাহতির জন্য কর অবকাশের অনুমোদন প্রাপ্ত করদাতা নির্বিশেষে সকল করদাতার জন্য উপরে উল্লেখিত বিধির আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হইতে অব্যাহতি সনদ প্রাপ্তি অপরিহার্য।

অতএব উৎসে কর কর্তনকারী সকল কর্তৃপক্ষকে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৫৩এফ, বিধি-১৬, ১৭এ এবং ১৭জে এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হইতে অব্যাহতি সনদপ্রাপ্ত করদাতা ব্যতীত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন ও জমা প্রদানের বিধান মানিয়া কর আদায়ের কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে। উল্লেখ্য, খেলাপকারী ব্যক্তিদের জন্য আয়কর অধ্যাদেশের ৫৭ ধারায় জরিমানা আরোপ করার বিধান রহিয়াছে।

সচিব

(৩-৪৫) ঢাকা-১০০০

মোহাম্মদ ইব্রাহিম

প্রথম সচিব (কর-৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ১(৪) প্রঃ সঃ (কর-৩)/৯৩

তারিখঃ ২৩/০৯/৯৩ ইং

পরিপত্র নং-৪ (আয়কর)

১৯৯৩-৯৪

বিষয়ঃ আয়কর বিধি-১৮ এর বিধান অনুযায়ী জেলা পর্যায়ে উৎসে কর কর্তন ও জমাদান সংক্রান্ত।

১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৪৯ হইতে ৫৬ তে এবং আয়কর বিধিমালায় উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত বিষয়াদি বর্ণিত রহিয়াছে। উক্ত বিধানসমূহের আওতায় উৎসে কর্তনকৃত কর আয়কর বিধি ১৮ অনুসারে সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জমা প্রদান করিবার ব্যবস্থা বিধৃত হইয়াছে। উক্ত বিধি ১৮ অনুসারে বিভিন্ন জেলার উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তনকৃত আয়কর সংশ্লিষ্ট জেলার উপ কর কমিশনারের নিকট অথবা যে সমস্ত জেলায় একের অধিক উপ কর কমিশনার রহিয়াছেন সে ক্ষেত্রে ঐ জেলার উপর কর কমিশনার, সার্কেল-১ এর বরাবরে জমা করতঃ নির্দিষ্ট ছকে একটি বিবরণী প্রেরণ করিবার বিধান রহিয়াছে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী জেলার ক্ষেত্রে কর্তনকৃত কর জমার জন্য বিধি ১৮ তে পৃথক ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে)। কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে এই বিবরণী প্রেরণ করিতেছে কিনা তাহা তদারকীর দায়িত্ব জেলার সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনারের। সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দৃষ্টি গোচর হইয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন এবং কর্তনকৃত আয়কর জমাদানপূর্বক উল্লেখিত বিবরণী যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হইতেছে না। এই বিষয়ে নজরদারী করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর কর্তকর্তাগণেরও তৎপরতার অভাব রহিয়াছে।

এমতাবস্থায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানাইতেছে যে, আয়কর বিধি-১৮ এর বিধান অনুযায়ী বিবরণী যথাসময়ে প্রেরণ করা উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক এবং এই বিবরণী যথাসময়ে সংগ্রহ করিবোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর কর্তৃপক্ষের তৎপরতা একান্ত প্রয়োজন। সেই হিসাবে ভবিষ্যতে আয়কর বিধি ১৮ অনুযায়ী কর্তনকৃত আয়কর জমার বিবরণী প্রদানে এবং তাহা তদারকীর ক্ষেত্রে উপরে উল্লেখিত অনিয়ম দূর করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আরও তৎপর হইবেন বলিয়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত বিধান যথাযথভাবে প্রতি পালনের জন্য সকল কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তাগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

মোহাম্মদ ইব্রাহিম
প্রথম সচিব (কর-৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

স্মি নং ২(১১) কর-৮/৮৩

তারিখঃ ২৩/০৯/৯৩ ইং

পরিপত্র নং-৫ (আয়কর)
১৯৯৩-৯৪

বিষয়ঃ সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত এবং অর্ধ-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ১/৭/৯২ ইং হইতে ৩০/৬/৯৩ ইং তারিখ সময়ে প্রাপ্ত বেতনের উপর আয়কর অব্যাহতি প্রসঙ্গে নির্দেশাবলী।

সরকার এতদ্বারা নির্দেশ দিলেন যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৫/১/৭৪ ইং তারিখের পরিপত্র নং ২(৮)৮৯/আই.টি (৪)/৭৩ দ্বারা যে আয়কর সংক্রান্ত সুবিধাদি প্রদান করা হইয়াছে এবং বাহার মেয়াদ তৎপরবর্তী প্রতি বৎসরের জন্য সম্প্রসারিত করা হইয়াছে, সেই সব সুবিধা অর্থ বৎসর ১৯৯২-৯৩ এর জন্যও প্রাপ্তব্য হইবে। ইহার অর্থ এই যে-

এই সময়ে (১/৭/৯২ হইতে ৩০/৬/৯৩ ইং পর্যন্ত) সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রাপ্ত বেতনের উপর আয়কর সরকার কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

উল্লেখ্য কর বৎসর ১৯৯২-৯৩ হইতে নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনিক আয়ের উপর প্রদত্ত আয়কর এর ক্ষেত্রে "করের উপর কর" (tax on tax) ও প্রযোজ্য হইবে না।

মেস্বাহ উদ্-দীন আহমেদ
সদস্য (আয়কর)

নথি নং ৬(২৭) কর-৮/৮২ (অংশ-২)

তারিখঃ ২৭/০৯/৯৩ ইং

পরিপত্র নং-৬ (আয়কর)

১৯৯৩-৯৪

বিষয়ঃ ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় এইরূপ বাস/মিনিবাস/ট্রাক/ট্যাংকলরী এর মালিকদের ক্ষেত্রে অনুমিত আয়ের ভিত্তিতে আয়কর পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ/ বর্ধিতকরণ প্রসঙ্গে।

ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় এইরূপ বাস/মিনিবাস/ট্রাক/ট্যাংকলরী এর মালিকদের ক্ষেত্রে এস.আর.ও নং ৩৬২-আইন/৯০, তারিখ ১৭/১০/৯০ ইং এর আওতায় অনুমিত আয়ের ভিত্তিতে আয়কর পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ/বর্ধিতকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন মহলের আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিতেছেঃ

- (ক) ১৯৮৬-৮৭ হইতে ১৯৯২-৯৩ কর বৎসরের জন্য বকেয়া অনুমিত কর পরিশোধের সময়সীমা ৩১/১২/৯৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হইল।
- (খ) ১৯৯৩-৯৪ কর বৎসরের জন্য এই সময়সীমা (যাহা ৩০/০৯/৯৩ তারিখে অতিক্রান্ত হইবে) ৩১/১২/৯৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হইল।
- (গ) ১৯৯৪-৯৫ এবং তৎপরবর্তী কর বৎসরসমূহের জন্য সংশ্লিষ্ট আয় বৎসর শেষ হইবার ৯০ দিনের মধ্যে উক্ত অনুমিত আয়কর পরিশোধ করিতে হইবে।

উল্লেখ্য উক্ত সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল করদাতাগণ (ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় এইরূপ বাস/মিনিবাস/ট্রাক/ট্যাংকলরী এর মালিকগণ) কে উল্লেখিত কর বৎসর সমূহের জন্য দেয় অনুমিত আয়কর নির্দিষ্ট ডাক ঘরের মাধ্যমে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। তবে উক্ত সময়সীমার মধ্যে অনুমিত কর পরিশোধে ব্যর্থ হইলে সেই ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর বিধান মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

কাজী দেলোয়ার হোসেন

প্রথম সচিব (কর-১)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৩(৩) কর-৮/৮৩

তারিখঃ ১৩/১০/৯৩ ইং

পরিপত্র নং-৭ (আয়কর)
১৯৯৩-৯৪

বিষয়ঃ কর অবকাশ প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকার বন্ড ক্রয়ে বিনিয়োগের সময়সীমা প্রসংগে।

আয়কর অধ্যাদেশের ৪৫(২বি)(সি) এবং ৪৬(২বি)(সি) ধারায় এইরূপ বিধান রহিয়াছে যে, কর অবকাশপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ সরকারী বন্ড অথবা সিকিউরিটি ক্রয় বিনিয়োগ করিতে হইবে। এতদ্বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একাধিকবার জাতীয় দৈনিকসমূহে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানাইয়াছে যে, যে সকল কোম্পানী ইতিপূর্বে এই বিনিয়োগ সম্পন্ন করিতে পারে নাই তাহারা ৩০/৬/৯৩ ইং তারিখের মধ্যে উহা সম্পন্ন করিতে পারিবে। এই বকেয়া বিনিয়োগের সুযোগ সর্বশেষ কোন বৎসরের জন্য প্রযোজ্য হইবে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মহলে কিছুটা অস্পষ্টতা রহিয়াছে বলিয়া বোর্ড অবগত হইয়াছে। এমতাবস্থায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই মর্মে স্পষ্টায়ন করিতেছে যে, যে সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মেয়াদ ৩০/৬/৯৩ ইং বা তাহার পূর্বে শেষ হইয়ছে, এইরূপ সকল ক্ষেত্রেই ৩০/৬/৯৩ ইং তারিখের মধ্যে বিনিয়োগ সম্পন্ন করা হইয়া থাকিলে তাহা কর নির্ধারণের সময় গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৬(৩) কর-৮/৯৩

তারিখঃ ২০/১০/৯৩ ইং

পরিপত্র নং-৮ (আয়কর)
১৯৯৩-৯৪

বিষয়ঃ উৎসে আয়কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়নপত্র প্রদান প্রসংগে।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৮ ধারায় এইরূপ বিধান রহিয়াছে যে, উৎসে কর কর্তনকারী/সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্তনের সহিত সম্পর্কিত অর্থ পরিশোধকালে উপহার প্রাপককে একটি প্রত্যায়নপত্র প্রদান করিবেন। আয়কর অধ্যাদেশের ৫২ ধারার আওতার ঠিকাদার, সরবরাহকারী, সেবা প্রদানকারী এবং চুক্তি কার্যকরকারীদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যায়নপত্র কী প্রকারে প্রদান করিতে হইবে এবং ইহাতে কি কি তথ্য লিপিবদ্ধ করিত হইবে তাহা আয়কর বিধি-১৮ তে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ অসম্পূর্ণ প্রত্যায়নপত্র প্রদান করিয়া থাকেন। যাহাকে শুধুমাত্র কর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করা থাকে, কিন্তু কর্তিত কর জমাদান সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ করা হয় না। এইরূপ অসম্পূর্ণ সার্টিফিকেট এর ভিত্তিতে কর্তিত করের ক্রেডিট প্রদান করা সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তর পক্ষে অসুবিধাজনক হইয়া দাঁড়ায়। ফলে, করদাতাগণও অহেতুক হয়রানীর সম্মুখীন হন। এই অবস্থা নিরসনকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তনকারী কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে স্বর্নিবন্ধ অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন আয়কর বিধি-১৮ তে নির্দিষ্ট (prescribed) ছকে প্রত্যায়নপত্র সন্নিবেশ প্রদান করেন এবং উক্ত ছকে উল্লেখিত সকল তথ্য প্রত্যায়নপত্রে সন্নিবেশিত করতঃ তাহাদের সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন করেন।

কাজী দেলোয়ার হোসেন
প্রথম সচিব (কর-১)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৩(১) কর-৪/৮৫-৮৬(অংশ)

তারিখঃ ৩০/১১/৯৩ ইং

পরিপত্র নং-৯ (আয়কর)
১৯৯৩-৯৪

বিষয়ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪৫ ও ৪৬ এর আওতায় কর অবকশ প্রাপ্ত করদাতার ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন সম্পর্কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র নং-৩ (আয়কর)/৯৩-৯৪, তারিখ ১৮/৮/৯৩ ইং সংশোধনী।

উপরোক্ত বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র নং-৩ (আয়কর)/৯৩-৯৪, তারিখ ১৮/৮/৯৩ ইং এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। উক্ত পরিপত্রে ভুলবশতঃ বিধি ১৭জে এর আওতায়ও উৎসে কর কর্তন হইতে অব্যাহতি প্রদানের সুযোগ আছে বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আয়কর বিধি-১৭জে এর আওতায় উৎসে কর কর্তন হইতে অব্যাহতি প্রদানের কোন ব্যবস্থা নাই।

এমতাবস্থায়, পরিপত্র নং-৩ (আয়কর)/৯৩-৯৪, তারিখ ১৮/৮/৯৩ ইং হইতে উল্লেখিত বিধি ১৭জে বিলুপ্ত হিসাবে গণ্য করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৫(৯) কর-৮/৯২/

তারিখঃ ১৮/০১/৯৪ ইং

পরিপত্র নং-১০ (আয়কর)
১৯৯৩-৯৪

বিষয়ঃ বিজ্ঞাপন বিল হইতে উৎসে আয়কর কর্তন প্রসংগে।

উপরোল্লিখিত বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই মর্মে স্পষ্টায়ন করিতেছে যে, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম (যথাঃ টেলিভিশন, রেডিও, পত্র-পত্রিকা) কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সকল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন এজেন্সীসমূহকে বিল পরিশোধের সময় আয়কর অধ্যাদেশের ৫২ ধারা এবং আয়কর বিধি-১৬ এর আওতায় শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন এজেন্টদের প্রাপ্তব্য কমিশনের অংক হইতে উৎসে কর কর্তন করিবেন, বিলের মোট অংকের (gross amount) উপর হইতে নহে।

সোয়ায়েব আহমেদ
দ্বিতীয় সচিব (কর-৮)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৬(৪) কর-৩/৯৪/২৯

তারিখঃ ৩০/০৩/৯৪ ইং

পরিপত্র নং-১১ (আয়কর)/৯৪
১৯৯৩-৯৪

বিষয়ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১৯(২১) ধারার বিধান প্রয়োগ প্রসংগে।

অর্থ আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে ১৯(২১) ধারাটি সংযোজনের দ্বারা এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, ব্যাংকিং কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে করদাতা ট্রাস চেক ব্যতীত ৫০,০০০/- টাকার উর্ধে ঋণ গ্রহণ করিলে এবং উক্ত ঋণ যে আয় বৎসরে উদ্ভূত হইয়াছে তাহার পরবর্তী দুই আয় বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে উক্ত দুইটি আয় বৎসরের পরবর্তী আয় বৎসরে উক্ত অপরিশোধিত ঋণ অন্যান্য উৎস হইতে আয় হিসাবে করদাতার হাতে গণ্য হইবে। এই ধারার বিধানটি কোন সময়ে গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রয়োগ করা হইবে সেই সম্পর্কে কর নির্ধারণী কর্মকর্তাগণ জটিলতার সম্মুখীন হইতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এমতাবস্থায়, বোর্ড এই মর্মে স্পষ্টায়ন করিতেছে যে, আয়কর অধ্যাদেশের ১৯(২১) ধারার বিধানটি ১/৭/৯৩ ইং তারিখ হইতে গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

Bangladesh Tax Update
www.kdroy.com.bd/www.ltr.com.bd

মোঃ হারুনুর রশিদ
দ্বিতীয় সচিব (কর-৩)